ব্রি হাইব্রিড ধান১

হাইব্রিড ধান
অল্প জমিতে অধিক ধান

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড ধান১ বরিশাল ও যশোহর অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য ২০০১ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- এর ডিগপাতা ঘন সবুজ এবং খাড়া।
- চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা।
- ভাত ঝরঝরে।
- এর চালে প্রটিনের পরিমাণ ৮.৯%।
- এমাইলোজের পরিমাণ ২৭%।

ব্রি হাইব্রিড ধান১

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

গত ৩৫ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। একই সময়ে প্রধানত উচ্চফলনশীল ধানের ব্যাপক চাষাবাদের ফলে চালের উৎপাদন বেড়েছে আড়াইগুণ। কিন্তু অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন সমানতালে বৃদ্ধি না পাওয়ায় দেশে খাদ্য ঘাটতি রয়ে গেছে। তাছাড়া প্রতি বছর চাষাবাদের জমির পরিমাণ শতকরা ০.৬১ হারে হ্রাস পাচ্ছে। এ অবস্থায় উফশী জাত দ্বারা দেশের খাদ্য চাহিদা মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। হাইব্রিড ধান বর্তমানে উচ্চফলণশীল যে কোন জাতের চেয়ে হেক্টরে প্রায় ১ টন বেশী ফলন দিতে সক্ষম। তাই অল্প জমি থেকে অধিক ধান উৎপাদন বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে হলে হাইব্রিড ধানের চাষ করতে হবে।

জীবনকাল

জাতটির জীবনকাল ১৫৫-১৬০ দিন।

ফলন

হেক্টরপ্রতি ফলন ৭.৫-৮.৫ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতিঃ

১. বীজতলায় বীজ বপন ঃ ১-৩০ অগ্রাহায়ণ (১৫ নভেম্বর-১৫ ডিসেম্বর)।
২. চারা রোপণ ঃ ১-৩০ পৌষ (১৫ ডিসেম্বর-১৫ জানুয়ারি)।
৩. বীজের হার ঃ ১৫-২০ কেজি/হেক্টর।
৪. চারার বয়স ঃ ৩০-৩৫ দিন।
৫. রোপণ দূরত্ব ঃ ২০ x ১৫ সেন্টিমিটার।
৬. প্রতি গোছায় চারা ঃ ১-২ টি।
৭. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ

	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা
মোট সার	৩৬	১৭	১৬	৯	১
৭.১ জমি তৈরীর সময়	৯	১৭	১১	৯	১
৭.২ প্রথম উপরি প্রয়োগ (চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর)	৯				
৭.৩ দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ (চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর)	৯		৫		
৭.৪ তৃতীয় উপরি প্রয়োগ (চারা রোপণের ৪৫-৫০ দিন পর)	৯				

৮. আগাছা দমন ঃ রোপণের ৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
৯. সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ থোর অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ রসের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
১০. রোগবালাই দমন ঃ অনুমোদিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।
১১. ফসল কাটা ঃ ৫-২০ বৈশাখ (২০-৩০ এপ্রিল)।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd